পাখির অভয়াশ্রম কার্যক্রম

১০ নং ভান্ডারপাড়া ইউনিয়নের ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের পাখির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘স্বাপ্নিক” পরিবারের আরও একটি কার্যক্রম “পাখির অভয়াশ্রম” এর কাজ সফল ভাবে শেষ হলো। এই প্রোগ্রামের প্রথম কাজ শুরু হয় ১২ই ফেব্রুয়ারি এবং ওই দিনেই প্রোগ্রামের ৫০% কাজ শেষ হয়। বাকি কাজ ২৬ই শে ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন হয়। এই প্রোগ্রামের আওতায় রয়েছে বৃহত্তর বান্দা, ঘোনাবান্দা, তালতলা সহ এর আশে পাশের কিছু অঞ্চল। উক্ত প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত গ্রাম গুলোতে সকল প্রকার পাখি শিকার করা সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ। এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “স্বাপ্নিক” ২৫০ টি মাটির ছোট বড় ভাঁড় অঞ্চলের ভিতর বিভিন্ন গাছে বেঁধে পাখির বসবাস উপযোগী কৃত্রিম আবাসস্থান তৈরি করেছে। এই সকল আবাস স্থানে বাস করতে পারবে হাজারের অধিক পাখি।

অঞ্চলভেদে ভাঁড়ের হিসাবঃ

ক্রমিক নং	গ্রাম	ভাঁড়ের সংখ্যা
১	বান্দা উত্তর পাড়া	৫০
২	বান্দা মধ্যপাড়া	৪০
৩	বান্দা দক্ষিণ পাড়া	৪০
৪	ঘোনা	৪০
৫	তালতলা	৪০
৬	লোহাইডাংগা	৪০

প্রোগ্রমের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন পিয়াল মন্ডল এবং তার সহযোগী হিসেবে ছিলেন রাতুল গাইন এবং স্বপ্নীল মন্ডল । তারা নিজ নিজ কাজ দায়িত্বের সাথে করায় প্রোগ্রাম আজ বাস্তব রূপ নিয়েছে। তাই ‘স্বাপ্নিক” পরিবার তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

প্রকল্পের অর্থের হিসাবঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প বিবরনী	প্রস্তাবিত ব্যয়	ব্যয়
১	ভাঁড়	৪০০০ টাকা	৩৮০০ টাকা
২	যাতায়াত	৫০০টাকা	২০০ টাকা
৩	রঙ	২০০ টাকা	১২০ টাকা
৪	গাছে ওঠার লোক	৬০০টাকা	৬০০ টাকা
৫	প্রচারনা (প্যানা+পোষ্টার)	৮০০ টাকা	৮০০ টাকা
৬	দড়ি	২০০ টাকা	৩৫৯ টাকা
৭	অন্যান্য	২০০ টাকা	১০ টাকা
	মোট=	৬৫০০ টাকা	৬১৫৯ টাকা

মোট টাকার পরিমান	৬৫০০টাকা
মোট ব্যয়	৬১৫৯ টাকা
অবশিষ্ট	৩৪১ টাকা

পাখির অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য "স্বাপ্নিক পাখির অভয়াশ্রম পর্যবেক্ষক টিম" গঠন করেছে। উক্ত টিমের কাজ হলো পাখিদের আবাসস্থানে ভীতিহীন ভাবে বসবাসের পরিবেশ নিশ্চিত করা। পাখির অভয়াশ্রম অঞ্চলের ভিতর পাখি শিকার সম্পূর্ণ বন্ধ ও পাখির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

পরিশেষে বলা যায়, পাখির অভয়াশ্রম প্রোগ্রাম সফল ভাবে বাস্তবায়ন, দীর্ঘমেয়াদি করণ ও পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাপ্নিক পরিবারের সাথে এলাকাবাসী সর্বদা থাকবে এই আশা রাখে সকলের প্রিয় প্রাণের সংগঠন "স্বাপ্নিক".

প্রতিবেদক -

চিরঞ্জিত বিশ্বাস

১৫/০৩/২০২১

চিরঞ্জিত বিশ্বাস

নথি ও তথ্য সংরক্ষণ নির্বাহি (স্টিয়ারিং কমিটি)

ধন্যবাদ

স্বাপ্নিক

তারিখঃ ২৪/০২/২০২১

২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উৎযাপন কর্মসূচিঃ

স্বাপ্নিকের পরিবারের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে একটা আনন্দঘন পরিবেশের মাধ্যমে ভাষা শহিদের স্মৃতি বুকে নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করে স্বাপ্নিক পরিবার।

উক্ত দিনে স্বাপ্নিক পরিচালিত কর্মসূচি সমূহঃ

১। সকাল ৭ঘটিকায় সকল ভাষা শহীদের স্মরণে বান্দা স্কুল এন্ড কলেজের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্প তোরণ নিবেদন।

২। সকাল ৮ ঘটিকায় বান্দা স্কুল এন্ড কলেজের সাথে শহিদের স্মরনে প্রার্থণা ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ ।

৩। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শহিদের স্মৃতি স্মরণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচিত্র "জীবন ঢুলী" প্রদর্শন।

২১শে ফেব্রুয়ারি প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নের জন্য স্বাপ্নিকের সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সকল ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই স্বাপ্নিক পরবার আন্তিক ভাবে সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

উক্ত প্রোগ্রামের সকল খরচ স্বাপ্নিক পরিবারের নিজস্ব ফান্ড থেকে ব্যায়িত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রোগ্রামে এলাকাবাসির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করে স্বাপ্নিক বান্দা এলাকার প্রাণের সংগঠন।

সর্বোপরি স্বাপ্নিকের সকল সদস্য এবং এলাকাবাসির অংশগ্রহনে ২১ শে ফেব্রুয়ারি স্বাপ্নিক আয়োজিত প্রোগ্রামটি সফল ভাবে শেষ হয়।

প্রতিবেদক

২৪/০২/২০২১

চিরঞ্জিত বিশ্বাস

তথ্য ও নথি সংরক্ষণ নির্বাহি (স্টিয়ারিং কমিটি)

স্বাপ্নিক

তারিখঃ ২৮/০৪/২০২১

২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বাপ্নিকের আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাঃ

২৬শে মার্চ উপলক্ষ্যে স্বাপ্নিকের এই বারের আয়োজন স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা যা অনুষ্ঠিত হয় ২৭/০৩/২০২১ তারিখ রোজ শনিবার। দিনটি অনেক আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে ছিলো চিত্রাঙ্গন, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান ও বক্তৃতা। তার ভিতর চিত্রাঙ্গন ও দেশাত্মবোধক গানে দুটি করে বিভাগে প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করে।

করোনা মহামারীর কথা মাথায় রেখে আমাদের এই কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিল সকল শাখার প্রতিযোগী এবং তাদের অভিভাবক।আরো উপস্থিত ছিলেন আমাদের এই কার্যক্রমের বিশেষ অতিথি দশ নং ভান্ডারপাড়া ইউনিয়নের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান বাবু হিমাংশু বিশ্বাস,স্বাপ্নিকের উপদেষ্টামন্ডলীর শ্রদ্ধেয় সদস্য বাবু সৌরেন্দ্রনাথ হালদার এবং সঞ্জিত সেন।বিচারক হিসেবে উপস্থিত থেকে কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিচারকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ।

বিচারক মন্ডলীঃ

ক্রমিক নং	প্রতিযোগিতার বিবরণ	বিচারক
১	চিত্রাঙ্গন	বাবু শিবশম্ভু মিস্ত্রি
		বাবু শ্যাম প্রসাদ মিস্ত্রি) সুমন(
২	দেশাত্মবোধক গান	বাবু শশাংক শেখর ঢালী
		বাবু রমেশ চন্দ্র মন্ডল
৩	আবৃত্তি	বাবু শশাংক শেখর ঢালী
		বাবু রমেশ চন্দ্র মন্ডল
৪	বক্তৃতা	বাবু শশাংক শেখর ঢালী
		বাবু রমেশ চন্দ্র মন্ডল

করোনাকালীন সময়ের কথা মাথায় রেখে আমাদের এই প্রোগ্রামে ব্যাপক জনসমাগমের কোন সুযোগ ছিল না।তবে সকলেই যাতে আমাদের এই কার্যক্রম দেখতে পারে সেই লক্ষ্যে পুরো কার্যক্রম ফেসবুকের মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচার করা হয়েছে।

উক্ত প্রোগ্রাম সঠিক ভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প সমন্বয়কের দ্বায়িত্ব পালন করেন স্বাপ্নিকের স্টিয়ারিং কমিটির গুরুত্বপূর্ন সদস্য সুদীপ রায় এবং তাকে সার্বিকভাবে সহযোগীতা করেন স্টিয়ারিং কমিটির গুরুত্বপূর্ন সদস্য তীর্থদীপ ঢালী ও স্কুল-কলেজ শাখা থেকে ছিলেন স্বাগত বিশ্বাস। তাদের

নেতৃত্বে এবং স্বাপ্নিকের সকল সদস্যের সাহায্য সহযোগীতায় প্রোগ্রামটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। তাই স্বাপ্নিক পরিবার সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত অর্থ স্বাপ্নিকের ফান্ড হতে অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়।

নিম্নে হিসাব বিবরণী দেওয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	বিবরন		টাকার পরিমাণ
1.	ক্রেস্ট		১০৮০ টাকা
2.	প্যানা		৪৫০ টাকা
3.	ড্রইং পেপার		৬০ টাকা
4.	মাস্ক		১৮০ টাকা
5.	বই ও রঙ পেন্সিল, বক্স		২৪০০ টাকা
6.	সাউন্ড সিস্টেম		৫০০ টাকা
7.	যোগাযোগ	যাতায়াত(জাবড়া)	৯০ টাকা
		ফোন কল	৫০ টাকা
		গল্লামারি মার্কেট	৫০ টাকা
8.	মাইকিং		২০০ টাকা
9.	ভ্যান ভাড়া		২০০ টাকা
10.	নাস্তা	চা	১০০ টাকা
		১টাইম গ্লাস	৪০ টাকা
		টিস্যু	৫৫ টাকা
		চিনি	৩০ টাকা
		কেক	৩০০ টাকা
		মিস্টি	২৮০ টাকা
		বিস্কুট	১২০ টাকা
		প্যাকেট	৪০ টাকা
		সিঙ্গাড়া	১৮০ টাকা
		পিন	১০ টাকা
		পানি	৮০ টাকা
		ফল	২৩০ টাকা
11.	প্যাকিং	র‍্যাপিং পেপার	৫০ টাকা
		টেপ	০৫ টাকা
		কাটার	২৫ টাকা
		আঠা	৮৫ টাকা
12.	চিঠি সংক্রান্ত	বিচারকের নাম্বারিং ফর্ম	২০ টাকা
		চিঠি প্রিন্ট	৪৫ টাকা
		খাম	২৫ টাকা
13.	অন্যান্য	কলম	২৫ টাকা

প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকটা ইভেন্টে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারিদের স্বাপ্নিকের ক্রেস্ট ও ভালোমানের বই পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হয়।

নিম্নে পুরস্কার বিজয়ীদের নামের তালিকা দেওয় হলোঃ

ক্রমিক নং	প্রতিযোগিতার বিবরণ		পুরস্কার বিজয়ী
1.	চিত্রাঙ্গন	ক বিভাগ (১ম স্থান)	তিয়াসা তিন্নি পূজা।
		ক বিভাগ (২য় স্থান)	জয়াশ্রী মন্ডল
		খ বিভাগ (১ম স্থান)	পিউলি সরকার পিউ।
		খ বিভাগ (২য় স্থান)	সকাল মন্ডল।
2.	দেশাত্মবোধক গান	ক বিভাগ (১ম স্থান)	জুই বিশ্বাস ।
		ক বিভাগ (২য় স্থান)	জ্যোতি গোলদার।
		খ বিভাগ (১ম স্থান)	কৃষ্টিনা বিশ্বাস।
		খ বিভাগ (২য় স্থান)	কোয়েল মন্ডল।
3.	আবৃত্তি	ক বিভাগ (১ম স্থান)	জ্যোতি গোলদার।
		ক বিভাগ (২য় স্থান)	হৈমন্তী মন্ডল।
4.	বক্তৃতা	ক বিভাগ (১ম স্থান)	-তিয়াসা তিন্নি পূজা।
		ক বিভাগ (২য় স্থান)	আফরোজ সাদিয়া

শ্রদ্ধেয় বিশেষ অতিথি, শ্রদ্ধেয় দুজন উপদেষ্টা, শ্রদ্ধেয় বিচারকমন্ডলী, সকল প্রতিযোগী, তাদের শ্রদ্ধেয় অভিভাবকগণ এবং স্বাপ্নিকের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আমাদের এই সামাজিক কার্যক্রম প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পরিশেষে বলা যায়, ২৭শে মার্চের স্বাপ্নিক আয়োজিত প্রোগ্রামটি এলাকাবাসির ভিতর সাংস্কৃতিক মনোভাবের পুনর্যাত্রা ঘটাতে সফল হয়।

ধন্যবাদ

প্রতিবেদক

চিরঞ্জিত বিশ্বাস

২৮/০৪/২০২১

তথ্য ও নথি সংরক্ষণ নির্বাহি (স্টিয়ারিং কমিটি)

স্বাপ্নিক

স্বাপ্নিক

১লা বৈশাখ বর্ষবরণ উপলক্ষে বিপদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ :

আমাদের স্বাপ্নিক পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি অংশ হল বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাড়ানো এবং তাদের সাথে বর্ষবরণ এর আনন্দ ভাগ করে নেয়ার জন্য তাদের মাঝে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা।এই বিপদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ প্রোগ্রাম টি সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্বাপ্নিক পরিবার এলাকার বিপদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ১০টি শাড়ি, ৪টি ফতুয়া ও ১টি জামা বিতরণ করে।এই প্রোগ্রামটির মাধ্যমে স্বাপ্নিক পরিবার এলাকার ১৫ জন বিপদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করতে সক্ষম হয়।

প্রোগ্রাম টি সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিল স্বাপ্নিক পরিবারের অন্যতম সদস্য চিরঞ্জিত বিশ্বাস ও কৃষ্ণা বিশ্বাস। তাদের দুজনের নেতৃত্বে এবং স্বাপ্নিক পরিবারের সকল সদস্যের সাহায্য সহযোগিতার প্রোগ্রামের সকল কাজ যথা সময়ে শেষ হয়।তাই স্বাপ্নিক পরিবার সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞ।

প্রোগ্রামের জন্য ব্যয়িত অর্থ স্বাপ্নিকের ফান্ড হতে অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়।

নিম্নে প্রোগ্রামের অর্থের হিসাব ও বিবরণ দেওয়া হলো :

বিবরণ	টাকার পরিমাণ
শাড়ি ১০ পিচ (৩৬০ টাকা প্রতি পিচ)	৩৬০০ ৳
ফতুয়া ৪ পিচ (৩০০ টাকা প্রতি পিচ)	১২০০ ৳
জামার ছিট + কাটানোর খরচ (৩৩০+২০০)	৫৩০ ৳
বস্ত্র বিতরণের জন্য যাতায়াত বাবদ খরচ	২০০ ৳
মোট খরচ =	৫৫৩০ ৳

প্রোগ্রামটি তে স্বাপ্নিক পরিবার যে সকল মানুষকে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয় তাদের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১.পাগল দাস (তেতুলিয়া)

২.সুরসারি (তেতুলিয়া)

৩.প্রদুনের বউ (তেতুলিয়া)

৪.পদ্মঢালী (তেতুলিয়া)

৫.বেলুম (বটতলা)

৬.কালি সরকার (তালতলা)

৭.পূর্ণিমা মন্ডল (তালতলা)

৮.বাসন্তী জর্দ্দার (তালতলা)

৯.কালিদাসী বিশ্বাস (কুশারহ্লুলা)

১০.ঠাকুর দাস (ঘোনা)

১১.ললিতা (ঘোনা)

১২.অজিত পোদ্দার (লোহাইডাঙ্গা)

১৩.শুক্লা (ওড়াবুনিয়া)

১৪.মনোহর মন্ডল (হাজিবুনিয়া)

১৫.বীথিকা (বকুলতলা)

আমাদের ১লা বৈশাখ বর্ষবরণ উপলক্ষে বিপদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ প্রোগ্রাম টি যথা সময়ে সুষ্ঠ ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রোগামের মাধ্যমে স্বাপ্নিক পরিবার এলাকার বিপদগ্রস্ত মানুষের সাথে নিজেদের বর্ষবরণের আনন্দ ভাগ করে নিতে পারছে বলে আশা করা যায়। করোনা পরিস্থিতি মাথায় রেখে আমরা এই প্রোগ্রাম টি স্বাস্থবিধি মেনে সীমিত আকারে বাস্তবায়ন করি।

ধন্যবাদ

প্রতিবেদক-

চিরঞ্জিত বিশ্বাস

১৭.০৪.২০২১

তথ্য ও নথি সংরক্ষণ নির্বাহি (স্টিয়ারিং কমিটি)

স্বাপ্নিক